ত্রিবেণী কুম্ভ স্নান ও তার ইতিহাস

ত্রিবেনী কুম্ভ পরিচালনা সমিতির অনুবেদন

May 20, 2023

www.tribenikumbho.org

Email: tribenikumbho@gmail.com

"ত্রিবেনী কুম্ভ পরিচালনা সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বীকৃত একটি ধর্মীয় সামাজিক সংগঠন। মহামন্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী পরমাত্মানন্দ জী মহারাজের নেতৃত্বে এবং পশ্চিমবঙ্গের সাধু সমাজের নির্দেশিকা অনুযায়ী, এই সংগঠনের কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে।

ত্রিবেণী, হুগলির গুরুত্ব বোঝার জন্য ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্বের প্রয়োজন হয় না, বা সেই বিষয়ে জানার জন্য, কোন বিদেশী মানুষের প্রশংসাপত্রের প্রয়োজন হয় না। ত্রিবেণী, হুগলির গুরুত্ব মানুষের কাছে স্বতঃসিদ্ধ।

সাধারণত কোনো স্থানের নামকরণের পিছনে নির্দিষ্ট একটি কারণ থাকে এবং অর্থ থাকে। "ত্রিবেণী" নামটি, যার অর্থ তিনটি 'বেণী' (বিনুনি) অর্থাৎ তিনটি নদীর মিলনস্থল "ত্রিবেনী সঙ্গম" বোঝায় এটি হিন্দু ঐতিহ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই শহরের নাম, নিজেই ইঙ্গিত করে যে অজানা প্রাচীনকাল থেকেই এই স্থানটির পবিত্রতা সম্পর্কে মানুষ জানত এবং ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, প্রায় প্রতিটি পবিত্র স্থানকে হিন্দুরা যথাযত সম্মান জানিয়ে, নিজেদের তীর্থস্থানে পরিণত করেছে। তাই ত্রিবেণীর তীর্থযাত্রা কবে থেকে শুরু হয়েছিল তা জানতে চাইলে, প্রথমে জানতে হবে যে, কোন সময়কালে এই শহরের নামকরণ হয়েছিল। আমরা যতদূর জানি, ভারতের অধিকাংশ তীর্থস্থানের এই ধরনের কোন তথ্য পাওয়া যায় না; বারাণসী, উজ্জয়িনী এবং কাশীর মতো শহরের বয়স ও প্রাচীনত্ব খুঁজে বের করার প্রচেষ্টাই বৃথা।

ত্রিবেণী মানে নদীর আকারে তিনটি বিনুনি, যা উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজ এবং পশ্চিমবঙ্গের হুগলি ত্রিবেণীর ক্ষেত্রে দেখা যায়। উভয়কেই ত্রিবেণী সঙ্গম বলা হয়, যার অর্থ তিনটি নদীর সঙ্গম। এটাই বাস্তবতা এবং সত্য, যে কেউ নিজেরাই এই তথ্য যাচাই করতে পারে। তিনটি নদীর সঙ্গম এবং গঙ্গার সাথে হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্য আদি অনন্তকাল থেকেই খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

হিন্দুরা কি হুগলি -র ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করেন ? অবশ্যই করেন - ঠিক প্রয়াগ বা হরিদ্বারের মতো, তাঁরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হুগলি -র ত্রিবেণী সঙ্গমেও পুন্যস্নান করে আসছেন সুতরাং, ত্রিবেণী সঙ্গম হিন্দুদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান – তা সে নাসিক হোক, উজ্জয়িনী হোক বা ত্রিবেণী, হুগলি হোক।

এবার কুম্ভের কথায় আসা যাক, পুরাণের কাহিনী এবং কিংবদন্তি ছাড়াও, হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ প্রয়াগ, উজ্জয়িনী, নাসিক, হরিদ্বার এবং এই জাতীয় অন্যান্য পবিত্র স্থানগুলিতে বড় সংখ্যায় পবিত্র স্নান করত। ১৮৪৯ সালের আগে এই স্নানগুলিকে ‘কুম্ভ মেলা’ বা স্নান হিসাবে কোনও উল্লেখ পাওয়া কঠিন। এই অনুষ্ঠান গুলিকে 'কুম্ভ স্নান' বা 'কুম্ভ মেলা' হিসাবে বর্ণনা করা হয়নি - তবে এই মেলা এবং স্নানগুলি যে সংগঠিত হতো তা সুনিশ্চিত ভাবে বলা যায়। ভারতীয় ইতিহাস এত দীর্ঘ, যে বহিরাক্রমণ এবং দখলের সময়কালে এত অশান্তি ঘটেছিল, সেই সময়ের রেকর্ড পাওয়া কার্যত অসম্ভব, ত্রিবেণী হুগলি এবং সপ্তগ্রামের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ।

উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগ এবং পশ্চিমবঙ্গের হুগলির ত্রিবেণী সঙ্গমের সরাসরি সংযোগ পরিলক্ষিত হয়েছে। কবি রঘুনন্দনের ‘প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বে’ লিপিবদ্ধ আছে: " দক্ষিণ প্রয়াগ উন্মুক্ত বেণী সপ্ত গ্রামোখ্যা / দক্ষিণ দেশে ত্রিবেণী খ্যাতঃ” ।

এখন, বিভিন্ন সূত্র অনুযায়ী এটা স্পষ্ট যে ত্রিবেণী হুগলিকে ‘দক্ষিণের প্রয়াগ’ এবং ‘মুক্তবেণী ত্রিবেণী সঙ্গম’ বলা হয়েছে। যে কুম্ভের মতো স্নান এবং তাকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় অনুষ্ঠান উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগ এবং পশ্চিমবঙ্গের হুগলির ত্রিবেণী সঙ্গমে একই সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উভয় স্থানে কুম্ভ সংক্রান্তির সময় ত্রিবেণী সঙ্গমে অনুষ্ঠিত কুম্ভস্নান এবং মেলা ছিল, যাকে পরবর্তী সময় আমরা ‘কুম্ভ মেলা’ নামে জেনেছি।

'চণ্ডীমঙ্গল'-এর একজন মহান পণ্ডিত ও কবি, মাধবাচার্য ছিলেন ত্রিবেণীর বাসিন্দা। তিনি তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে নিজেকে এইভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন- "এটি পঞ্চগৌড়ের মধ্যে সপ্তগ্রাম। ত্রিবেণীতে দেবী গঙ্গা তিনটি ধারায় প্রবাহিত। মহান পরাশর মুনি এই তীরে বাস করেন। যজ্ঞ ও তপস্যায় তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি, তাঁর গর্বিত ভাই মাধবাচার্য, আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমি এখানে দেবী বন্দনায় সম্পৃক্ত হয়ে আছি।"

সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থলের ঘাটটি ঋষি ঘাট বা সপ্তর্ষির ঘাট নামে পরিচিত। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, কাশ্যপ, গৌতম, ভারদ্বাজ, অত্রি - এই সাতটি ঋষিদের নাম সপ্তর্ষি ঘাটে অবস্থিত অভয়ানন্দ গিরি প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে খোদাই করা আছে।

তাহলে, কুম্ভ কি ? এটি হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র এবং পঞ্জিকা ভিত্তিক একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। মহাকুম্ভ বা অর্ধ কুম্ভের ক্ষেত্রে কয়েকটি নাক্ষত্রিক ঘটনার একটি জটিল সমন্বয় রয়েছে।

কুম্ভ মেলার প্রকারগুলি কি কি এই বিষয়ে আলোকপাত করা যাক -

মহা কুম্ভ মেলা : এটি কেবলমাত্র উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে অনুষ্ঠিত হয়। এটি প্রতি ১৪৪ বছর অন্তর অথবা ১২টি পূর্ণ কুম্ভ মেলা পরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

পূর্ণ কুম্ভ মেলা : এটি প্রতি ১২ বছর পর অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের ৪টি স্থানে - প্রয়াগরাজ, হরিদ্বার, নাসিক এবং উজ্জয়িনী তে এই কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই ৪টি স্থান প্রতি ১২ বছর অন্তর পরিবর্তিত হয়। পূর্ণ কুম্ভ মেলা দ্বাদশ বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয় যখন বৃহস্পতি মেষ রাশিতে প্রবেশ করেন মাঘ মাসের প্রথম অমাবস্যার দিনে, যখন বৃহস্পতি কুম্ভ রাশিতে প্রবেশ করেন এবং সূর্য, মেষ রাশিতে প্রবেশ করেন, তখন হরিদ্বারে কুম্ভ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

যখন বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে প্রবেশ করেন, তখন নাসিকে গোদাবরী নদীর তীরে কুম্ভ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও, যখন বৃহস্পতি, সূর্য এবং চন্দ্রমা অমাবস্যার দিনে কর্কট রাশিতে প্রবেশ করেন, তখন গোদাবরী নদীর তীরে কুম্ভ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

যখন বৃহস্পতি, সিংহ রাশিতে প্রবেশ করেন এবং সূর্য, মেষ রাশিতে প্রবেশ করেন, তখন উজ্জয়নে কুম্ভ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

যখন বৃহস্পতি, মেষ রাশিতে প্রবেশ করেন এবং সূর্য এবং চন্দ্রমা, মকর, রাশিতে থাকেন, তখন প্রয়াগরাজে কুম্ভ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও, যখন সূর্য মকর রাশিতে থাকেন এবং গুরুগ্রহ বৃষ, রাশিতে প্রবেশ করেন, তখন প্রয়াগরাজে কুম্ভ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

অর্ধ কুম্ভ মেলা : এটি অর্ধেক কুম্ভ মেলা বোঝায়, যা প্রতি ছয় বছরে কেবলমাত্র দুটি স্থানে, হরিদ্বার এবং প্রয়াগরাজে অনুষ্ঠিত হয়।

পূর্ণ এবং অর্ধ কুম্ভ মেলা ভারতের চারটি স্থানে অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই রাজ্যের সরকার দ্বারা এই মেলা সংগঠিত হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয় এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। অসংখ্য ভক্ত আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষ্যে এই মেলায় অংশ নেন ।

কুম্ভ সংক্রান্তির বিশেষ তিথিতে - গঙ্গা, গোদাবরী, যমুনা এবং ভারত জুড়ে অন্যান্য পবিত্র নদীতে পবিত্র পুন্য স্নানের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

যখন সূর্যদেব এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে চলে যান, সেই তিথিতে সংক্রান্তি পালিত হয়। সূর্য সিদ্ধান্ত অনুসারে, বৈদিক হিন্দু ক্যালেন্ডার ১২ মাস নিয়ে গঠিত। একটি বছরে ১২টি সংক্রান্তি দিন থাকে এবং প্রতিটি সংক্রান্তির দিন হিন্দু সৌর ক্যালেন্ডারে নতুন মাসের সূচনা করে। বছরের বারো সংক্রান্তি -র দিন গুলি পৈতৃক আচার (শ্রাদ্ধ ও তর্পণ) এবং দান-পুণ্যের ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের জন্য অত্যন্ত শুভদিন বলে মনে করা হয়।

দ্বিতীয় থেকে শেষটিকে বলা হয় কুম্ভ সংক্রান্তি। এই ক্ষেত্রে, যখন সূর্যদেব - মকর থেকে কুম্ভ রাশিতে স্থানান্তরিত হন তখন তাকে কুম্ভ সংক্রান্তি বলা হয় এবং পবিত্র স্নানকে অনেক নামে ডাকা হয় যেমন সংক্রান্তি স্নান, মাঘী সংক্রান্তি স্নান বা কুম্ভ স্নান বা মাঘি কুম্ভমেলা।

যেহেতু এটি একদিনের অনুষ্ঠান, তাই এই অনুষ্ঠান 'অনুকুম্ভ' নামেও পরিচিত, যা প্রতি বছর মাঘ মাসে প্রয়াগরাজে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৭০০ বছর পর বিগত ২ বছর ধরে ত্রিবেণী, হুগলি -তে কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে; ত্রিবেণী হুগলি কুম্ভ একটি 'অনু কুম্ভ' মেলা যা প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হতে পারে।

এই দিনটি সৌর ক্যালেন্ডারের নতুন মাস এবং মালায়লামে 'কুম্ভম' মাস নামে পরিচিত।

কুম্ভ সংক্রান্তির জন্য শুভ সময় সংক্রান্তির মুহুর্তের আগে ষোলটি ঘাটি (১ দিন = ৬০ ঘটি) শুরু হয় এবং সেই মুহূর্ত থেকে সংক্রান্তি মুহূর্তের মধ্যে যে সময় থাকে তা সমস্ত দান-পুণ্য কার্যকলাপের জন্য শুভ। সংক্রমন স্নান, জপ, সূর্যদেবের পূজা, পিতৃ তর্পণ ও শ্রাদ্ধনুষ্ঠান এই দিনের গুরুত্বপূর্ণ আচার।

অনুকুম্ভ ভারতের যেকোন স্থানেই উদযাপন করা যেতে পারে। এই কুম্ভ সংক্রান্তি স্নান একটি ক্ষুদ্রায়তন অনুষ্ঠান, একদিনের এই অনুষ্ঠান যা ভারতের বিভিন্ন অংশে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং প্রয়াগরাজে এই মেলা মাঘ মেলা বা অনু কুম্ভ নামে পরিচিত।

তিরুমাকুড়ালু নরসিপুরে, কর্ণাটক রাজ্যের মাইসুরু জেলায় কপিলা নদী ও অদৃশ্য (গুপ্তগামিনী) স্ফটক সরোবর কাবেরির সংগমে ঘটে । এই সঙ্গমের নামকরন ত্রিবেণী সঙ্গম করা হয়েছে। এলাকার বিভিন্ন মঠের মহন্তগণ সাফল্যের সাথে, এই স্থানে কুম্ভ মেলা সংগঠিত করে আসছেন তিরুমাকুড়ালু নরসিপুরে, কাবেরি, কাপিলা এবং নদীর সংগমস্থলে।

অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলংগানা রাজ্যে প্রতি দ্বাদশ বছরে একবার অনুষ্ঠিত হয় যে কুম্ভ মেলা, সেটা গোদাবরী মহাপুষ্কর নামে পরিচিত - 'দক্ষিণ ভারতের কুম্ভ মেলা' - এবং দুই সপ্তাহের জন্য, এটি তেলুগু ভাষার দুটি রাজ্যে উদযাপন করা হয়।

এখন সেই ইতিহাস ও আক্রমনের কথা বলা যাক, যার জন্য হুগলীর ত্রিবেণী সংলগ্ন এই অঞ্চলের অজস্র মন্দির ধ্বংস ও নানা গণহত্যা ঘটেছিল। বিভিন্ন সূত্র ইঙ্গিত দেয় যে, ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম একটি প্রধান আধ্যাত্মিক ও বাণিজ্যিক ঐতিহ্যের কেন্দ্র হওয়ায় এখানে অসংখ্য মন্দির ছিল কিন্তু এখন এই অঞ্চলে কোনও পুরানো মন্দিরের চিহ্ন নেই। সবথেকে পুরান দুটি অভগ্ন মন্দির হলো বেণীমাধব মন্দির (১৬৭৯) এবং হংসেশ্বরী মন্দির (১৭৯৯)। এই সময়ের আগে নির্মিত কোনো দন্ডায়মান মন্দির নেই যেটির ওপর হানাদারি ঘটেনি এবং মুসলিম স্থপনায় পরিবর্তিত করা হয়নি। অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় যে, জাফর আলী খান গাজী ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি এই অঞ্চলে আক্রমণ করেছিল, এবং স্থানীয় মন্দিরগুলি ধ্বংস ও অনেক হিন্দু তীর্থযাত্রীকে হত্যা করেছিল, যার কারণে এখানে বার্ষিক কুম্ভ স্নান ও মেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সম্ভবত সূর্য ও বিষ্ণুকে উৎসর্গ করা দুটি মন্দির ভাঙচুরের পর তার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বর্তমান দরগা ও মসজিদ। এই তথ্যের প্রমান অনেকটাই দিয়েছেন ডি. মানি, এইচ. ব্লোচম্যান, ডি. হান্টার, রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় এবং যদুনাথ সরকারের মতো ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিকরা।

যাইহোক, ত্রিবেনী কুম্ভ পরিচালনা সমিতি –র এই সমস্ত মুসলিম কাঠামো পুনর্বিবেচনা বা সংশোধন করার কোন ইচ্ছা নেই। আমরা শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক উৎসবের উদযাপনে আগ্রহী।

শ্রী কাঞ্চন ব্যানার্জির নেতৃত্বে আমাদের গবেষণা দল কয়েক বছর আগে বাংলার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা শুরু করে। কেউ আমাদের অ্যালান মরিনিসের গবেষণা পত্র পাঠিয়েছিলেন তবে ত্রিবেণীতে কুম্ভের প্রাথমিক উৎস হিসাবে, সেই তথ্যের উপর নির্ভর না করে, আমরা বেশিরভাগই কিংবদন্তি, ঐতিহ্যগত এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক উৎসের উপর নির্ভরশীল হয়েছি, এই বিষয়ের উপরে সকল ঐতিহাসিক তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

এখন আসুন অ্যালান মরিনিস তার গবেষণাপত্রে (১৯৭৯) কী লিখেছেন তা একবার দেখে নেওয়া যাক (আমরা বেশ কিছু সময় আগে যে সংস্করণটি পেয়েছি):

"গঙ্গা সাগর ছাড়াও হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়া শহরের মধ্যে অবস্থিত ত্রিবেণী শহর প্রাচীনত্বের দাবি করে। এর নাম ত্রি (তিন) ভেনি (বাংলা: বেণী) (তিনটি নদীর সঙ্গমস্থল থেকে এর অবস্থান থেকে প্রাপ্ত বিনুনি: গঙ্গা (এখানে বলা হয় ভাগীরথী), যমুনা এবং সরস্বতী। ত্রিবেণীকে ভারতের পবিত্রতম তীর্থস্থানগুলির একটির সমকক্ষ হিসাবে মহান পবিত্র স্থান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এলাহাবাদের প্রয়াগে তিনটি নদীর সঙ্গম, যেটি স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করেন, একটি ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ দ্বারা সংযুক্ত। যেহেতু সরস্বতী এখন আর প্রয়াগে দেখা যায় না তাই ত্রিবেণীর পুরোহিতরা পূর্বের যুক্তভেনী (যুক্ত বিনুনি) এবং পরেরটির মুক্তভেনী (খোলা বিনুনি) হিসাবে পার্থক্য তৈরি করেছিলেন।

এই জায়গা একসময় সংস্কৃত শিক্ষার একটি বড় আসন ছিল, কিন্তু এখন তা হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমান সময়ে, ত্রিবেণীর প্রধান আকর্ষণ হল পবিত্র গঙ্গা নদী, যাকে কেন্দ্র করে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, যা প্রতি সংক্রান্তিতে উদযাপন হয়ে থাকে। "

সুতরাং, অ্যালান মরিনিস এর গবেষণাপত্রের বক্তব্য, যদি খাঁটি হয়, তাহলে তিনি বলছেন যে হুগলির ত্রিবেণী প্রয়াগরাজের মতোই আধ্যাত্মিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়াগরাজ কিসের জন্য বিখ্যাত ? ত্রিবেণী সঙ্গম এবং কুম্ভ উৎসব। ত্রিবেণী, হুগলির জন্যও এটি সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ - ত্রিবেণী সঙ্গম, কুম্ভ যোগ এবং কুম্ভস্নান। এটাই এখানকার ঐতিহ্য ও গর্ব।

কুম্ভমেলা ও পুন্য কুম্ভ স্নানের তিথি আধ্যাত্মিক গুরুদের দ্বারা নির্ধারিত হয়, ঐতিহাসিকদের দ্বারা নয়। আসছে বছর কুম্ভ মেলা ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ এ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

প্রত্যেক হিন্দু ধর্মাবলম্বি মানুষদের, তাদের পবিত্র স্থানে ধর্মীয় কার্যক্রম পালন, সংগঠিত ও উদযাপন করার অধিকার রয়েছে। যদি অনুমানমূলকভাবেও আমরা ধরে নিই যে ত্রিবেণীতে "কুম্ভ মেলা" হিসাবে চিহ্নিত কোনও মেলা ছিল না, তাহলে হিন্দু শাস্ত্র এবং হিন্দু পঞ্জিকাগুলির উপর ভিত্তি করে, ত্রিবেণী সঙ্গমে একটি মেলা এবং মহোৎসব হতেকী বাধা আছে? প্রায় ৭০০ বছর আগে (জনসংখ্যা হ্রাস এবং অমুসলিম তীর্থযাত্রীদের মধ্যে চরম ভীতির মানসিকতার কারণে) বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর গত দুই বছর ধরে বাংলার হিন্দুরা এই অনুষ্ঠানটি উদযাপন করেছে, যেখানে সাধু, সন্ন্যাসী এবং লক্ষ লক্ষ পূণ্যার্থীরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, এই ত্রিবেণী সঙ্গমে এসে কুম্ভ মেলায় অংশগ্রহন করেছিলেন।